শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল ও মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল

উৎপাদন কৌশলকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে একটি হলো শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল অপরটি হলো মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল ।
যে উৎপাদন কৌশলে অপেক্ষাকৃত বেশি শ্রমিক এবং কম মূলধন ব্যবহৃত হয় তাকে শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল বলা হয় ।আর যে উৎপাদন কৌশলে অপেক্ষাকৃত বেশি মূলধন কম শ্রমিক ব্যবহার করা হয় সেই উৎপাদন কৌশল কে মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল বলা হয়।
যদি উৎপাদন পদ্ধতিতে নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণকে আমরা K দ্বারা চিহ্নিত করি এবং উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণকে L দ্বারা চিহ্নিত করি তাহলে K/L অর্থাৎ মূলধন এবং শ্রমের অনুপাত দ্বারা আমরা উৎপাদন পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ করতে পারি ।যে উৎপাদন পদ্ধতিতে K/L এর মান অপেক্ষা কৃত কম সেই উৎপাদন পদ্ধতিকে শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল অন্যদিকে যে উৎপাদন পদ্ধতিতে K/L এর মান অপেক্ষাকৃত বেশি সেই উৎপাদন পদ্ধতিকে মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল বলা হয় ।

রেখাচিত্রে $(K/L)_1$ উৎপাদন কৌশল $(K/L)_2$ ও (K/L)3 অপেক্ষা মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল । $(K/L)_3$ উৎপাদন কৌশল $(K/L)_2$, $(K/L)_1$ অপেক্ষা শ্রমনিবিড় উৎপাদন কৌশল i

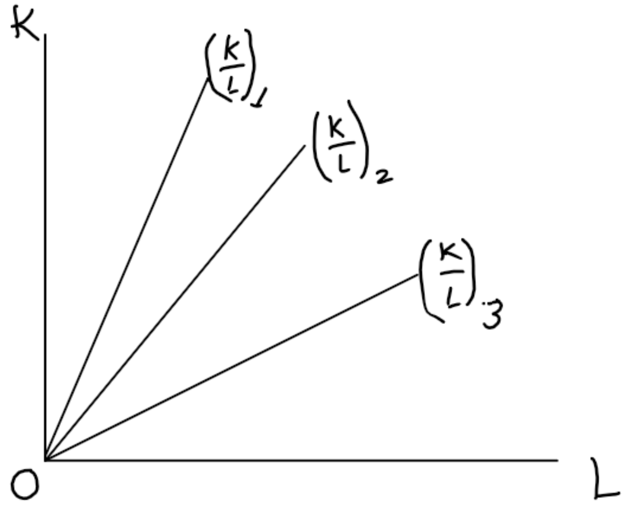
K
$\left(\frac{K}{L}\right)_1$
$\left(\frac{K}{L}\right)_2$
$\left(\frac{K}{L}\right)_3$
O
L

শ্রম নিবিড় উপাদান কৌশল এর পক্ষে যুক্তি

অনেকে মনে করেন যে অনুন্নত দেশগুলোতে যেহেতু অধিক শ্রম ও কম মূলধন রয়েছে সুতরাং তাদের শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা উচিত আর অনেকে মনে করেন যে শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করলে স্বল্পকালে কিছুটা লাভবান হওয়া যায় বটে, তবে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা কমে যায় । তাই অনুন্নত দেশগুলোর মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা উচিত।

A. BISWAS

যারা মনে করেন অনুন্নত দেশগুলির শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা উচিত তারা শ্রম নিবিড় উপাদান কৌশল এর পক্ষে কতগুলো যুক্তি দেখিয়েছেন।

1)অনুন্নত দেশগুলোতে প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত শ্রমিক রয়েছে ।অন্যদিকে অনুন্নত দেশে মূলধনের পরিমাণ কম। অনুন্নত দেশে শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করলে অধিক পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং বেকার সমস্যার সমাধান হবে ।

2)মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করতে হলে অধিক পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন। শুধু তাই নয় বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ,দক্ষ কলাকুশলী ও দক্ষ শ্রমিক ও আমদানি করতে হবে ।তার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যিক ঘাটতে দেখা দিতে পারে। তাই অনুন্নত দেশে শ্রমনিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।
3)শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করলে মোট উৎপাদন অনেক শ্রমিকের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে ।তার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আয়ের সুষম বন্টন ও সম্ভব হবে। অন্যদিকে মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করলে অধিক মুনাফা সৃষ্টি হবে এবং শ্রমিকের মজুরি কম হবে ফলে আয় বন্টনে বৈষম্য দেখা যাবে ।
4) শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল যেহেতু ছোট ছোট আয়তনের শিল্প সংস্থাগুলোতে প্রয়োগ করা হয় সেজন্য দূরবর্তী গ্রাম ও শহরে এই শিল্প গুলো ছড়িয়ে দেওয়া যায় ফলে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সুষম বিকাশ সম্ভব হয় এবং শিল্পের উন্নয়নে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে ,আঞ্চলিক বৈষম্য ঘটে না।

5)শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশলে সরল যন্ত্রপাতির প্রোয়োজন ।এগুলো দেশেই উৎপাদন করা যায়,বিদেশ থেকে আনতে হয় না ।ফলে শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশলে বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার এর উপর চাপ পড়ে না।

মূলধন নিবিড় উপাদান কৌশল এর পক্ষে যুক্তি

অপরদিকে যারা মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করার পক্ষপাতী তারা মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল এর পক্ষে কতগুলো যুক্তি দিয়েছেন।
i) মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করলে মুনাফার পরিমান বৃদ্ধি পাবে ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে মূলধনের গঠনের কাজ ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করলে উৎপাদন পদ্ধতিতে মজুরির পরিমাণ বেশি হবে এবং যেহেতু মজুরির প্রায় সমস্ত অংশই ভোগ করা হয় সেজন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম হবে।
ii)মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করলে আয়ের অসম বন্টন হয় ঠিকই কিন্তু আয়ের এই অসম বন্টন মোট সঞ্চয়কে বাড়িয়ে তোলে কারণ ধনীদের প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বেশি। ফলস্বরূপ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।
iii)মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল শ্রমিকের দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি করে, দেশে দক্ষ শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে।
iv)মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশলে উৎপাদন ব্যয় কম অথচ দ্রব্য সামগ্রির মান উন্নততর হয়।
v) শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করলে অধিক কর্মসংস্থান হয় ঠিকই কিন্তু দীর্ঘকালের উৎপাদন কম হয়। দেশে অগ্রগতির হার যদি মন্দীভূত হয় তাহলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সাহায্য করতে পারে না।
অধ্যাপক অমর্ত্য সেন এর মতে কোন দেশের উৎপাদন পদ্ধতি শ্রম নিবিড় হওয়া উচিত না মূলধন নিবিড় হওয়া উচিত তা নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর –একটি হল উন্নয়ন পরিকল্পনার সময়কাল আরেকটি হলো অর্থনীতির লক্ষ্য।
অধ্যাপক সেনের মতে যদি আমরা স্বল্পকালকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি, দীর্ঘকাল কে বিবেচনা না করি তাহলে শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। অপরপক্ষে উন্নয়ন পরিকল্পনায় যদি দীর্ঘকালকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং যদি

APARNA BISWAS

আমরা দীর্ঘকালে বেশি আয় ও ভোগ পাওয়ার জন্য স্বল্পকালে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি থাকি তাহলে মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা শ্রেয় ।

দ্বিতীয়ত অধ্যাপক সেনের মতে কোন দেশের উৎপাদন কৌশল নির্বাচন সেই দেশের লক্ষ্যের উপরও নির্ভর করে। যদি দেশটি বর্তমান উৎপাদন সর্বাধিক করতে চায় তাহলে শ্রমনিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত ।অপরপক্ষে যদি অর্থনীতির লক্ষ্য হয় বর্তমান উদ্বৃত্তকে সর্বাধিক করা তাহলে মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।

পরিশেষে বলা যায় যে কোন দেশের উপযুক্ত উৎপাদন কৌশল নির্বাচন দেশটির বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করে। পরিকল্পনার সময়কাল, পরিকল্পনার লক্ষ্য, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও আরো কয়েকটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখে উৎপাদন কৌশল নির্বাচন করা প্রয়োজন যেমন ;অন্যান্য উপকরণের যোগান ও দাম, দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা, বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক দেশকে নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী উৎপাদন কৌশল নির্বাচন করা প্রয়োজন।

APARNA BISWAS